Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ মার্চ , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৭ মার্চ,২০১৬, সোমবার, ২৩ ফাল্গুন,১৪২২

সি পি আই(এম) প্রার্থীদের জয়ী করতে মিছিল বর্ধমানে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগের দাবিতে বিশিষ্টরা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলা ও অনশনরত ছাত্রদের রাতের অন্ধকারে মারধোরের প্রতিবাদে উপাচার্য হঠাও বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও-এর দাবিতে বুটা'র মিছিল ও বিক্ষোভসভা বর্ধমানে। বক্তব্য রাখছেন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ড. দীপক নাগ, চন্দন সেন, ভারতী মুৎসুদ্দি, সুবিমল সেন, কিন্নর রায়, শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, মানস মুখোপাধ্যায়, অরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কৃষক আত্মঘাতী কালনায়

শোকার্ত পরিবার : আত্মঘাতী কৃষক পলাশ ঘোষ (ইনসেটে)

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ মার্চ : ঋণের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে ৩ মার্চ নিজের খামার বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আর এক কৃষক পলাশ ঘোষ(৫০)। বাড়ি কালনা-২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় দ্বারিয়াটন গ্রামে। এই নিয়ে শুধু বর্ধমান জেলাতেই আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১৫। মৃত কৃষকের স্ত্রী, এক কলেজ পড়ুয়া কন্যা, এক সপ্তম শ্রেণিতে পড়া পুত্র, বৃদ্ধা মা বর্তমান। আর আছে বিঘে সাতেক চাষযোগ্য জমি, লক্ষাধিক টাকার উপরে ব্যাঙ্ক ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় আরও বেশ কিছু ঋণ। বকেয়া ঋণের উপর আবার নতুন ঋণ নিয়ে এবার আলু চাষ করেছিল সে। কিন্তু নাবি ধসায় এবারও আলুর অবস্থা খারাপ। তার উপরে আলু তোলার সময় প্রবল বৃষ্টি। ফলে ঋণশোধ করার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

খাদ্য সুরক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ স্বপন মালিকের স্মরণ সভায় সূর্যকান্ত মিশ্র

মানুষের জোট তৈরি করে এই সরকারকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ৪ মার্চ : ভোটের দিন প্রতিটি বুথকেই নিশ্ছিদ্র দুর্গ তৈরি করতে হবে। ভোট লুটেরারা যেন মাথা তুলতে না পারে। মানুষের জোট তৈরি করে এই সরকারকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তবেই রেশনকাণ্ডে প্রথম শহিদ স্বপন মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। রায়নায় গত ১০ ফেব্রুয়ারি সমস্ত মানুষের রেশনের দাবিতে আন্দোলনে নেমে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় স্বপন মালিকের।

শহিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সি পি আই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এদিন রায়না থানার সাঁকটিয়া ফুটবল মাঠে সমাবেশে মানুষকে জানালেন ২০১১ সালের পরিবর্তনের পর থেকে ১৭৫ জন সি পি আই(এম) কর্মী শহিদ হয়েছেন। সেই শহিদদের স্মরণ করে সব রকম আক্রমণ রুখে আমরা দাঁড়াবো। রাজ্যের সব কিছুরই দাম বাড়ে তখন কৃষকের ফসলের দাম বাড়ে না। ডুয়ার্সের চা বাগানে কাতারে কাতারে অনাহারে শ্রমিক মারা যাচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত মানুষের জন্য রেশন ব্যবস্থা, বেকার যুবকদের পাশে দাঁড়াতে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দিয়ে সাহায্য করতে আমরাই পারবো। কৃষকের সমস্যা, শ্রমিকের সমস্যা দূর করতে, সংখ্যালঘু মানুষের সঙ্গে যে বঞ্চনা হয়েছে তার যোগ্য জবাব দিতে পারবো আমরাই। তাই এই সরকারটাকে উৎখাত করতে হবে আপনাদের।

আমি উদ্বিগ্ন যারা তৃণমূলের ঝাণ্ডা বইছে তাদের জন্য। প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকলে বাড়বে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল তৃণমূলকে খুন করবে। এই দলটার মধ্যে যা হবে তা আপনারা দেখতে পাবেন। এই দলটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে যারা আজও তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরেছেন, তাঁরা জেনে রাখুন যদি আক্রান্ত হন আপনি, তা হলে বামপন্থীরাই আপনার পাশে দাঁড়াবে।

সূর্য মিশ্র বলেন, কানহাইয়া মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো কেন্দ্রের সরকার রাজ্য সরকারের এই আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়নি। অসংখ্য মানুষের দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন আপনি আর দয়া করে জাতীয়তাবাদ শেখাবেন না। আপনার দল আর এস এস ব্রিটিশের কাছে সঁপে দিয়েছিল নিজেদের। আপনার থেকে অনেক বেশি রামভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে আপনার দল হত্যা করেছিল। আর সেই হত্যাকারীদের স্ট্যাচু বানানো চলছে, সেখানে আপনি মালা দিচ্ছেন।

সূর্য মিশ্র বললেন নির্বাচন কমিশন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে বার্তা দিয়েছেন ভোট লুট রুখে দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। এই বার্তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু তার সঙ্গেই আমরা সতর্ক থাকছি বুথ রক্ষার লড়াইয়ে। রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার ফেলার লক্ষ্যে মানুষের জোট গড়ার আহ্বান জানিয়েছি আমরা। মানুষের জোটটাই আসল কথা। বুথের লড়াই বিচার করবেন না —কে কংগ্রেসের আর কে তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরেছিল। দেখবেন আজ আক্রান্তের সারিতে সেই মানুষ দাঁড়িয়ে। খেটে-খাওয়া মানুষের জোট গড়ার মধ্যেই এই লড়াই জেতার একমাত্র চাবিকাঠি।

স্মরণসভায় অনুষ্ঠানে মঞ্চে ওঠার আগেই সি পি আই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র শহিদ স্বপন মালিকের মায়ের সাথে কথা বলেন। বিরোধী দলনেতার হাত জড়িয়ে ধরলেন শহিদের মা বাসন্তী মালিক। সভা শুরুর আগে শহিদের প্রতিকৃতিতে মালা দেওয়ার সময়েই জ্ঞান হারালেন শহিদের মা। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে তাঁর প্রথম কথা, আমি ছেলেকে আর একবার দেখতে চাই। মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময়ে সে কথা বললেন সূর্য মিশ্র। বলেন 'না মা আপনার ছেলেকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না আমরা। কিন্তু আজ হাজারো ছেলে জড়ো হয়েছে স্বপন মালিকের লড়াইকে সফল করতে। এই অনুষ্ঠানে স্বপন মালিকের স্ত্রী মালতী মালিকের হাতে সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সংগৃহীত অর্থ আড়াই লক্ষ টাকা সি পি আই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র তুলে দিলেন।

এই শহিদ সমাবেশে আসার পথে রায়না-১নং ব্লকের শ্যামসুন্দরে যে জায়গায় স্বপন মালিকের ওপর বোমাবাজি করে আক্রমণ হয়েছে সেই জায়াগা দেখেন সূর্য মিশ্র। সঙ্গে ছিলেন অমল হালদার ও অচিন্ত্য মল্লিক।

এদিনের স্মরণসভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদ স্বপন মালিকের মা, স্ত্রী ছাড়াও ভাই পিন্টু মালিক, বৃন্দাবন মালিক, সুকুমার মালিক প্রমুখ।

এদিনের সমাবেশে অমল হালদার বলেন, স্বপনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্বপনের স্বপ্নের মৃত্যু নেই। সেই স্বপ্নকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। এই হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ প্রশাসন চরম নির্লজ্জতায় দুষ্কৃতীদের আড়াল করার যে চেষ্টা চালিয়েছে তাও বলেন।

জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর পর রাজ্যে আবার রেশনে খাদ্যের দাবিতে প্রথম শহিদ হলেন স্বপন মালিক। স্বামী হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে আজও ভেঙে পড়েননি স্বপন মালিকের স্ত্রী মালতী মালিক। লালঝাণ্ডা আঁকড়ে সারাক্ষণ ছিলেন শহিদকে সম্মান জানানোর সমাবেশে।

এদিন শহিদ স্বপন মালিকের প্রতিকৃতিতে এছাড়াও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আবদার রেজ্জাক মণ্ডল, আইনুল হক, সুকান্ত কোঙার, গণেশ চৌধুরী, বিধায়ক বাসুদেব খাঁ, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর হাজরা প্রমুখ। শোক জ্ঞাপন করেন মির্জা আকতার আলি। সভাপতিত্ব করেন উদয় সরকার।

বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা

রাজ্য বামফ্রন্ট প্রথম দফায় ১১৬ প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে বর্ধমান জেলায় ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিম্নরা। বিস্তারিত তালিকা পরের সংখ্যায়।

২৬৩ মন্তেশ্বর :
চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ
২৬৬ বর্ধমান উত্তর (তপঃ) :
অপর্ণা সাহা
২৭২ মঙ্গলকোট : **শাজাহান চৌধুরী**
২৭৩ আউশগ্রাম (তপঃ) :
বাসুদেব মেটে
২৫৯ খণ্ডঘোষ (তপঃ) : **অসীমা রায়**
২৬১ রায়না (তপঃ) : **বাসুদেব খাঁ**
২৭৫ পাণ্ডবেশ্বর : **গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী**
২৭৬ দুর্গাপুর পূর্ব : **সন্তোষ দেবরায়**
২৭৮ রানিগঞ্জ : **রুনু দত্ত**
২৭৯ জামুড়িয়া : **জাহানারা খান**
২৮২ বারাবনি : **শিপ্রা মুখার্জী**
নতুন মুখ হলেন : অসীমা রায়, সন্তোষ দেবরায় ও শিপ্রমা মুখার্জী।

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে সোচ্চার বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে ২ মার্চ সোচ্চার হলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। এদিন বিকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) আসানসোল জোনাল কমিটির ডাকে রবীন্দ্রভবনের সামনে এক বিশাল বিক্ষোভ জমায়েত হয়। সেখান থেকে এক মিছিল শতাব্দীপার্ক পর্যন্ত যায়। প্রভিডেন্টফাণ্ডের উপর কর, পেনশন, বিমায় এফ.ডি.আই আসার রাস্তা আরও সুগম করার প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে জি এন ইউ ছাত্রদের উপর অত্যাচার-এর প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিল শেষে রবীন্দ্রভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন পার্থ মুখার্জী, তাপস রায়, মনোজ দাস, সত্য চ্যাটার্জি, প্রদীপ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দুর্গাপুরে সি পি আই(এম) ইস্পাত জোনাল কমিটির উদ্যোগে আজ চারটি মিছিল ইস্পাত নগরী পরিক্রমা করে। এ-জোন আশিষ মার্কেট থেকে হর্ষবর্ধন রোড, বি-জোনের পোস্টঅফিস থেকে চণ্ডিদাস বাজার, ধোবীঘাট থেকে কমলাতলা ও সেল সমবায় অঞ্চল থেকে কবিগুরু পর্যন্ত মিছিলগুলি পরিক্রমা করে। মিছিলের শুরুতে রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত অশোক ঘোষ স্মরণে নিরবতা পালন করা হয়। কালনাতেও মিছিল হয়।

নতুন চিঠি

৭ মার্চ, ২০১৬

বিজেপি-র ফ্যাসিবাদী মুখ

বিজেপি ও তার সহসংগঠগুলির ফ্যাসিবাদী চরিত্র ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। জে এন ইউ-র বামপন্থী ছাত্রনেতা কানহাইয়ার অসাধারণ ভূমিকার আতঙ্কিত হয়ে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের শিকার করে তুলতে চাইছে। যে-কোনো অপ্রীতিকর বক্তব্য ও কাজকে 'দেশদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে তারা ফ্যাসিবাদী দমন-প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে। মিথ্যাকে নির্লজ্জভাবে সত্য প্রমাণের জন্য ভয়ঙ্কর পদ্ধতি গ্রহণ করছে। জে এন ইউ ক্যাম্পাসে কানহাইয়া নাকি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়েছে। এরকম ধ্বনি তোলার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না এই ছাত্র আন্দোলনে। তাছাড়া নিজে হিন্দু হয়ে সে এরকম শ্লোগান তুলতেই বা যাবে কেন! আসলে বিজেপি তাদের এজেন্টদের ঢুকিয়ে কানহাইয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে যে এই শ্লোগান দেওয়ানো হয়েছে। সে সত্যও প্রমাণিত হয়ে গেছে। আসলে আধুনিক প্রযুক্তিতে আসল ফটোর ব্যাকগ্রাউণ্ড পাল্টে এই ছবি তৈরি করা হয়েছে। সেটাও প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু বিজেপি তার অবস্থান পাল্টাতে রাজি নয়।

কানহাইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু জামিনে ছাড়া পাবার পর বিজেপির ফ্যাসিবাদী চরিত্র বীভৎস আকার গ্রহণ করে। একজন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, কানহাইয়ার জিভ যে কেটে আনতে পারবে, তাকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পোস্টার টানানো হয়, কানহাইয়াকে গুলি করে মারকে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাকে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার এই ভয়াবহ প্রয়াসকে পরাস্ত করতে না পারলে সর্বনাশ ঘটবে। দুঃখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এই ফ্যাসিবাদী দলটির গোপন আঁতাত চলছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ সর্বনাশের মুখে।

তাই সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক মানুষকে একত্রিত করে এই অপশক্তিকে পরাস্ত করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই এখন প্রাথমিক কর্তব্য। এবং সেই কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতেহবে বামপন্থীদের।

শক্তিপদ রায়চৌধুরীর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ : এ বি টি এ মিটিং হলে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক তথা গণ-আন্দোলনের প্রয়াত নেতা শক্তিপদ রায়চৌধুরীর স্মরণসভা। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, পরিবারের পক্ষে মীরা ব্যানার্জী, গণআন্দোলনের নেতৃত্ব উদয় সরকার এবং সেখ সাইদুল হক।

শক্তিপদ রায়চৌধুরী নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তাঁকে নানান মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে শিক্ষকতা থেকে 'সাসপেণ্ড' করা হয়। ১৯৭২ সালে তিনি আত্মগোপন করে ধানবাদে চলে যান। ১৯৭৫ সালে বাড়ি ফেরেন। ২০১১ সালে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ প্রয়াত হন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। বর্ধমান জেলায় ভোট হবে দু-দফায়। শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে ১১ এপ্রিল ও কৃষি অঞ্চলে ২১ এপ্রিল। ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছেন দলীয় কর্মীরা। সি পি আই(এম) প্রতীক সহ দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত বর্ধমানের একটি চিত্র।

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'শকাব্দ' কবে থেকে প্রচলিত হয়? কে করেন?
২. পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু ঘটে?
৩. জোসেফ স্তালিন কবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৪. 'আমার সোনার বাংলা' গানটি কার লেখা? বাংলাদেশ সরকার কবে এই গানটি তাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেন?
৫. বজনিয়া-হারজেগেভিনা দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. এশিয়ান গেমস্ প্রথম কোথায় কবে শুরু হয়েছিল? তখন কতগুলি দেশ অংশ নেয়?
৭. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কবে সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল?
৮. 'শঙ্কু মহারাজ' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৯. বিশ্ব দন্ত চিকিৎসক দিবস কবে পালিত হয়? এদিনটি আর কোন বিশ্ব দিবস?
১০. 'মৌমাছি' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? কবে তাঁর জন্ম? কবে মৃত্যু হয়?
১১. 'ঘানা' দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. টেলিফোন কে আবিষ্কার করেন? তিনি কবে টেলিফোনের পেটেন্ট পান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তথাকথিত বাম-বাজেটে কি 'আম জনতার' 'আচ্ছে দিন' আসা শুরু হলো?

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

প্রতি বছরের মতো কয়েকদিন আগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-১৭ সালের জন্য বাজেট পেশ করলো। প্রায় সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এই বাজেটকে বাম-বাজেট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিহারের নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর 'স্যুট-বুটের' কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করেছে। সামনে বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটকে প্রস্তুত করা হয়েছে আমজনতার জন্য জনমুখী—যা গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই বাজেট কি সত্যই তাই? আমজনতার জন্য কি 'আচ্ছে দিন' আসার পথ চলা শুরু হল? প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলিই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যে অন্তবর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছে, তারও কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানে আছে।

বলা হচ্ছে, এই বাজেটে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের যা বর্তমান অবস্থা তাতে এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ দেশে এখন কৃষি উৎপাদন স্থবির। গত দু'বছরে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে গড়ে মাত্র ০.৫ শতাংশ হারে। গত এক বছরে গ্রামাঞ্চলে চাহিদা কমেছে ১৫ শতাংশের বেশি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মজুরি বেড়েছে মাত্র ২.১ শতাংশ হারে। যা মূল্যবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত মজুরি কমেছে। এসব দিক থেকে দেখলে গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ বিশেষভাবে বাড়ানো উচিত। কিন্তু আমরা দেখি, এ বছর খরা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যগুলির ত্রাণ হিসাবে চাহিদা ছিল মোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ বাবদ অর্থ দিয়েছে ২৩৮৬ কোটি টাকা, যা মোট চাহিদার মাত্র ৬ শতাংশ। আবার জাতীয় আয়ের অনুপাতে ২০১৩-১৪ সালে (অর্থাৎ ইউ পি এ সরকারের শেষ বাজেটে) গ্রামোন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৮ শতাংশ। যা এই বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মহাশয় দিলেন ১.৫ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে ঋণের জন্য অর্থমন্ত্রী এবছর বরাদ্দ করেছেন ৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা সর্বকালের সর্ববৃহৎ বরাদ্দ বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করছেন। কিন্তু গত বছর এ বাবদ বরাদ্দ ছিল সাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা। তার কতটা প্রকৃত পক্ষে কৃষক পেয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এ বছরের বরাদ্দ শুধু খাতায় কলমেই থাকবে কিনা তা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। এই সন্দেহ দৃঢ় হয়, যখন দেখি, প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সিঁচাই যোজনায় গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮০০ কোটি টাকা, যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ প্রকৃতপক্ষে অনুমোদন করা হয়েছিল।

বামদলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে গত ইউপিএ সরকারের আমলে দেশের গরিব মানুষ কাজের অধিকার পেয়েছিলেন, শিশু শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন, খাদ্যের অধিকার পেয়েছিলেন। বর্তমানের এন ডি এ সরকারের বিগত বাজেটগুলিতে এই তিনটি বিষয়ই উপেক্ষিত ছিল। ১০০ দিনের কাজের জন্য 'মনরেগা' খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছিল। যা এই বাজেটে কিছুটা বাড়ানো হলেও দামস্তরের হিসাবে প্রকৃত বরাদ্দ কমেছে। খাদ্য সুরক্ষা বা সর্বশিক্ষা অভিযান খাতে অর্থ বরাদ্দ আনুপাতিক হারে কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে গঠিত হচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্র। এবার বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে ১,৫১,৫৮১ কোটি টাকা, যা প্রত্যাশিত জাতীয় আয়ের মাত্র এক শতাংশ। এই সামাজিক ক্ষেত্রে এ বছরের বরাদ্দ বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেকটাই কমেছে। যেমন এই বারদ্দ ছিল ২০১৪-১৫ সালে ১.৯২ শতাংশ, ২০১৫-১৬ সালে ১.৬৮ শতাংশ, যা এই বাজেটে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ শতাংশ। অতএব দেখা যাচ্ছে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সামাজিক ক্ষেত্রে ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই এই বাজেটে বরাদ্দ বাড়েনি বা অনেক ক্ষেত্রে কমেছে। এই বাজেটকে তাহলে কি বাম-বাজেট বলা যায়? এল পি জি গ্যাসে ভর্তুকি, বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য স্বাস্থ্য বিমা, শস্যবিমা, গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই বাজেটে চিহ্নিত করা হলেও বাজেট বরাদ্দ খুবই কম। সরকারের প্রকৃত অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে যাতে এক্ষেত্রগুলিতে প্রকৃত খরচ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের আমজনতা সত্যিকারের উপকৃত হয়।

একটি দেশের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দরাকর শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধি। বিশেষ করে স্কুল শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করা যাতে দরিদ্র জনগণ এর সুযোগ নিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারেরই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে ৬৩,৮২৭ কোটি টাকা চেয়েছিল। কিন্তু বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৪৩,৫৫৪ কোটি টাকা। শিশুশিক্ষা এবং সর্বশিক্ষা অভিযানকে আসলে উপেক্ষা করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে। যা থেকে এই সরকারের শ্রেণি চরিত্রকে বোঝা যায়। আবার শিক্ষাখাতে যখন অন্যান্য অনেক দেশই জাতীয় আয়ের গড়ে ৬ শতাংশ ব্যয় করে থাকে তখন আমাদের দেশে তা হল ৩.৫ শতাংশের ধারে পাশে।

এই বাজেটে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আমাদের দেশে ধুকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-শিল্পের জন্য বাড়তি মূলধনের ব্যবস্থা করা। এ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ২৫,০০০ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার, এই ব্যাঙ্কগুলিতে মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১,৮০,০০০ কোটি টাকার মতো। এই অনাদায়ী ঋণের অনেকটাই পড়ে আছে বৃহৎ শিল্প ও পুঁজিপতিদের কাছে। অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না করে এইভাবে ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধির যোগান পরোক্ষ ভাবে গরিব সাধারণ মানুষের কাছ থেকে করের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ ধনী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া নয় কি?

এই বাজেটের সব থেকে বিতর্কিত বিষয়টি হচ্ছে ই পি এফ-এর উপর কর আরোপের প্রস্তাবনা। বলা হয়েছে, সকল কর্মচারীদের জমাকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (ভবিষ্যনিধি) যখনই তোলা হবে তার উপর ৬০ শতাংশ কর ধার্য করা হবে। সাধারণ চাকুরীজীবীরা, তা সংগঠিত ক্ষেত্রেই হোক বা অসংগঠিত ক্ষেত্রেই হোক, তাদের কষ্টার্জিত টাকা ভবিষ্যনিধিতে জমা করে এই ভেবে যে অবসরের পর বৃদ্ধ বয়সে তাদের এই জমাকৃত অর্থ নিরাপত্তা দেবে। এর উপর করের কোপ বসানো অভূতপূর্ব ও অনৈতিক। এতে আম জনতার কি 'আচ্ছে দিন' এলো তা সকলেই বুঝতে পারছেন! এখানে অর্থমন্ত্রী আরো বলেছেন, এই জমাকৃত অর্থ তুলে যদি পেনশন ফাণ্ডে বিনিয়োগ করা হয় অথবা বৃদ্ধ বয়সের জন্য ই পি এফ এর বদলে যদি পেনসন ফাণ্ডে অর্থ জমা করা হয় তাহলে এই কর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এখানে মনে রাখা দরকার, বর্তমানের আইন অনুযায়ী পেনসন ফাণ্ডের অনেকটা অংশই শেয়ার বাজারে এখন খাটানো হচ্ছে। শেয়ার বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যা খুবই ঝুঁকি বহুল এবং যেখানে সাধারণ জনগণের টাকা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এফ আই আই বা ধনী সম্প্রদায়ের কাজে স্থানান্তরিত হয়। কারণ এখানে একজনের লাভ মানে অন্যজনের ক্ষতি ততটাই। অতএব আমরা ই পি এফে কর বসিয়ে সাধারণ জনগণকে নিরাপদ ক্ষেত্র থেকে ঝুঁকি বহুল ক্ষেত্রে ঠেলে দেব যার জন্য পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বাজেটকে অন্তত জনমুখী বাম বাজেট বলা যায় না। এই বাজেটে শুধু একটি রূপালী রেখা হচ্ছে, আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতীর নির্দেশিত 'চুঁইয়ে পড়া' উন্নয়ন, বা ট্রিকল ডাউন তত্ত্বর বিশ্বাস থেকে সরে আসার চেষ্টা করছেন। এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন একদা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেন্টার গ্রুপের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। অধ্যাপক সেন নির্দেশিত সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের মধ্য দিয়েই দেশের আসল উন্নয়ন হবে এখন এই কথা সরকারকে বলতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা অপেক্ষায় থাকব তার প্রকৃত রূপায়ণের জন্য— যা এ বাজেটের আলোচনা থেকে সঠিকভাবে পেলাম না।

এই বাজেট সম্পর্কে আর একটি ভালো দিকের কথা বলা হচ্ছে যে রাজকোষ ঘাটতিকে জাতীয় আয়ের মাত্র ৩.৫ শতাংশে ধরে রাখা হবে। যা দেখে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হার কমবে। এই আশায় শেয়ার বাজারের সাময়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটচ্ছে। কিন্তু এই রাজকোষ ঘাটতি ৩.৫ শতাংশে ধরে রাখার পিছনে বড কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দামের হ্রাস এবং ভারতে এই পণ্যের উপর ক্রমশ কর (সেস) বৃদ্ধির মাধ্যমে বাড়তি রাজস্ব আদায়। এই বিষয়টি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়, উপরন্তু এই সময়ে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভবনা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের অধূনা বেতনবৃদ্ধি ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীদের জন্য 'একপদ এক পেনসন' নীতির প্রবর্তন, এই রাজকোষ ঘাটতিকে ৩.৫ শতাংশে ধরে রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

□

এবার কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের কথায় আসা যাক। বিগত কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে বাজেট তার গুরত্ব হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে 'গিলটিন' বলে একটি কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ আলোচনা ছাড়াই আসলে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে অমিত মিত্র মহাশয় অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয় করে থাকেন। এই ব্যয়ের মাধ্যমে রাজ্যের কোনো দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন হচ্ছে না। যেটা করা হচ্ছে সেটা হল ভোটারদের সাথে সরকার পরিচালিত দলের একটি 'ক্লায়েন্টেল-প্যাট্রন' সম্পর্ক তৈরি করা। সাইকেল, জুতো, ছাতা বা বিভিন্ন শ্রী প্রকল্প বা ক্লাব অনুদানের মাধ্যমে রাজ্য সরকার চাইছে কিছু অর্থ রাজ্যবাসীকে দানস্বরূপ দিতে। যাতে প্রতিটি ভোটার মনে করেন কিছু নিজস্ব প্রাপ্তি তো এই সরকারের দ্বারা ঘটছে! যা আগে দেখা যায় নি! এর আসল উদ্দেশ্য অধিকাংশ সাধারণ ভোটদাতাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করা। রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃত উন্নয়ন না ঘটিয়েও এই সরকার পরিচালনায় স্থায়িত্ব প্রদান করা। গণতন্ত্রে এই বিপজ্জনক তত্ত্ব এখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাজেটে এরই প্রতিফলন ঘটেছে। রাজ্যের বাজেটে শিল্পায়নের কোনো পথ নির্দেশ নেই। কৃষিতে দেশের

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী যেকোন বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানে। এই টানের নাম মাধ্যাকর্ষণ বল। আর বিশ্বের যেকোন বস্তু অন্য বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে তারই সাধারণ নাম মহাকর্ষ বল। বিজ্ঞানী নিউটনের নামের সঙ্গে এই বলের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবেই গ্রহ-গ্রহান্তরের গতিপ্রকৃতি আর আমাদের মঙ্গলাভিযান। আজকের মহাকাশ গবেষণার যা কিছু প্রয়োগ তার মৌলিক ভাবনার কেন্দ্রীয় সূত্র নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। এ হেন অমোঘ নিয়মের শেকড় ধরে নাড়া দিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। সালটা ছিল ১৯০৫। তাঁর একটি নিবন্ধে অঙ্ক কষে দেখালেন শক্তিই ভর, ভরই শক্তি। শক্তিকে ভর বা ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আর সেই রূপান্তর সমীকরণটি হল শক্তি = ভর x আলোর বেগের বর্গ ($E=mc^2$)। এই গাণিতিক ফর্মুলার প্রয়োগ আমরা দেখেছি হিরোসিমা-নাগাসাকি শহরে। আসলে ভর বলতে আমরা বস্তুতে উপস্থিত মোট পদার্থকেই বুঝি। কিন্তু সেই ভরই শক্তির রাশিমালায় প্রকাশ করলে কী ঘটবে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আমাদের দেখালেন। আর সেইজনেই বস্তুর ভর নিয়ে তিনি গভীর ভাবনা চিন্তা করে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এসে পৌঁছলেন। সালটা ছিল ১৯১৫। আমরা আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একশো বছর পেরিয়ে এলাম।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ভর বলতে আমরা কি বুঝি? ধরা যাক, চারকোণা একটি চাদর চার বন্ধুতে এমন টানটান করে ধরে আছে যে চাদরটি একটি সমতল দেখাচ্ছে। একটা টেনিস বল চাদরে ছেড়ে দিলে আমরা দেখবো বলটি কয়েকটা পাক খেয়ে চাদরের মাঝখানে গিয়ে স্থির হবে। চাদরের মাঝখান খানিকটা ঢালু হয়ে থাকবে। আরও একটা একই সাইজের বল চাদরের প্রান্তে ছেড়ে দিলে সেটাও একসময় প্রথম বলটার কাছে পৌঁছে যাবে। মনে হবে প্রথম বলটা যেন দ্বিতীয় বলটাকে তার দিক টেনে নিল। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বে মহাকর্ষ বলকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। মহাবিশ্বকে আমরা যদি এমন অসংখ্য তলের সমষ্টি হিসেবে ভাবতে পারি তবেই আমরা পাবো ত্রিমাত্রিক দেশ (space)—আর তার সাথে সময়কে যোগ করে আমরা পাবো চারমাত্রার দেশ ও কাল। বস্তু এই চারমাত্রার দেশ ও কালকে দুমড়ে মুচড়ে তার জায়গা করে নিচ্ছে। যে বস্তুর ভর যত বেশি সেই বস্তু তত বেশি এই কাঠামোকে বিকৃত করবে। বিজ্ঞানী

আইনস্টাইন তাঁর আলোক-তড়িত ক্রিয়ায় আলোর কণা বা ফোটনের কথা বলেছিলেন। আলো যদি কোন অতিকায় বস্তুর ধার দিয়ে যেতে থাকে তবে ফোটন কণাও এই বস্তুর দিকে বেঁকে যাবে। গতিপথের কতটা পরিবর্তন হবে অঙ্ক করে তার হিসেব দিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। ১৯১৯ সাল। বৃটিশ বিজ্ঞানী এডিংটন পরীক্ষা করে জানালেন এই অঙ্ক নির্ভুল। দেশ-কালের কাঠামোয় মহাজাগতিক বস্তু সব সময় নিজের অক্ষের সাপেক্ষে এবং অন্য কোন বস্তুপুঞ্জের চারদিকে পাক খাচ্ছে। সেই অবস্থার কথা মনে রেখে আমরা চাদরে রাখা বলটিকে, ধরা যাক, লাট্টুর মতো পাক খাইয়ে দিলাম। স্বভাবত চাদরে একটি ক্ষীণ কম্পন অনুভূত হবে। দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনও প্ল্যাটফর্মের কংক্রিটে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের দেশ-কালের কাঠামোর মহাজাগতিক বস্তুর গতির এই কম্পনই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনা করে গেলেও আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। অবশেষে ১৯৭৪ সালে একটি অতিকায় নক্ষত্র-যুগ্মের পর্যায়কাল পরীক্ষা করতে গিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ মিললো। অবশ্য সে প্রমাণের বেশির ভাগটাই গাণিতিক তত্ত্ব-তালাশের, বাকিটা সেই যুগ্ম-নক্ষত্র হতে আগত বিকিরণের পরীক্ষা নিরীক্ষায়। LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) গবেষণাগারের যন্ত্রে নিশ্চিত ভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরমাণুকেন্দ্রের হাজার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার ব্যবস্থাপনা আশ্চর্য রকমের জটিল।

LIGO গবেষণাগারের মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পরীক্ষা ভাবনাচিন্তার জগতে এক অভিনব দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জানতে হলে নির্ভর করতে হতো দূরাগত নক্ষত্র হতে আসা আলোক বিন্দু—গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি—যার সাধারণ নাম তড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কিন্তু তড়িতাচুম্বকীয় তরঙ্গ নয়। LIGO গবেষণা কেন্দ্রও সেই অর্থে অন্যান্য মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে পৃথক। আমেরিকার লিভিংস্টোন ও ওয়াশিংটনে ক্যাল-টেক (ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ও এম.আই.টি (ম্যাসাচুয়েটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)-র যৌথ তত্ত্বধানে LIGO গবেষণাগার পরিচালিত হয়। প্রায় দুহাজার কিলোমিটার লম্বা, ইংরাজি L আকারের ২.৫ ফুট ব্যাসের ধাতব নল বারো ফুট চওড়া ও দশ ফুট উচু কংক্রীটের মধ্যে বায়ুশূন্য করে রাখা আছে। এর মধ্যেই রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবস্থা। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে কোন যুগ্ম কৃষ্ণগহ্বরের স্পন্দন কিংবা কোন নক্ষত্রের জন্ম মুহূর্তের কম্পন এই যন্ত্রের সাহায্যে অনুভব করা সম্ভব। তাই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের অতিকায় দূরবীণকে যদি চোখের সাথে তুলনা করা যায় তবে LIGO গবেষণা কেন্দ্র কানের সঙ্গে তুলনীয়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরো অজস্র বিস্ময় রচনার অপেক্ষায় এই গবেষণাকেন্দ্র তাই নিজেই বিস্ময় রচনা করেছে।

হাম—একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা

বিনয় চক্রবর্তী

হাম একটি দ্রুত সংক্রমণশীল বাচ্চাদের অসুখ যা নির্দিষ্ট মিক্সোভাইরাস গ্রুপ দ্বারা সংক্রমিত হয়। এর প্রকাশ হয় জ্বর, চোখ দিয়ে জল পড়া, কাশি এবং নির্দিষ্টভাবে চামড়ার র‍্যাশ দ্বারা। হাম অনেক ভোগায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়—বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে।

সমস্যার বিবরণ : পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এই অসুখ দেখা যায়। যদি কোথাও সম্ভাব্য সংক্রমণশীল বাচ্চার সংখ্যা ৪০ ভাগ ছাড়িয়ে যায় তবে হাম মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রতিরোধহীন সমাজে হাম ঢুকলে ৯০ ভাগ জনসংখ্যার হাম হতে পারে।

হামকে নির্মূল করার পথে বাধাগুলি হলো—

১। দুর্বল টীকাকরণ ব্যবস্থা, ২। হামের শক্তিশালী সংক্রামক চরিত্র, ৩। বিভিন্ন কারণে যেসব অংশের মানুষ টীকাকরণের জন্য অগম্য, ৪। টীকাকরণের প্রত্যাখান, ৫। হামের চরিত্রের পরিবর্তন-কিশোরী-কিশোর এবং বড়দের বেশি হাম হাওয়া, ৬। দেশের ১৩ কোটি বাচ্চাকে দ্রুত হামের টীকা দেওয়া, ৭। দেশে এবং পৃথিবী জোড়া অর্থনৈতিক অভাব।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন ২০১০-এ অতিরিক্ত টীকাকরণের মাধ্যমে ১০.৩ কোটি বাচ্চাকে হামের টীকা দিয়েছে। দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারত ২ ডোজ টীকাকরণ শুরু করেছে।

১৯৮০ সালে সর্বজনীন হামের টীকাকরণ শুরুর আগে পৃথিবীতে ২৬ লক্ষ বাচ্চার হামের জন্য মৃত্যু হতো। টীকাকরণ চালু হবার পরে হাম থেকে মৃত্যু ২০০০ সালে ৭৩৩০০০ থেকে ২০১২ সালে কমে হয়েছে ১২২০০০।

আমাদের দেশে হাম বাচ্চাদের একটি উল্লেখযোগ্য অসুখ এবং শিশু মৃত্যুর কারণ। ১৯৭৮-এ সারা দেশে ২.৪৭ লক্ষ বাচ্চার হাম হয়েছে। টীকাকরণ শুরু হবার পর ২০১৩ তে ১৫৭৬৮ জনের হাম হয়েছে এবং ৫৬টি শিশুমৃত্যু হয়েছে।

হামের ভাইরাস একটি আর.এন.এ ভাইরাস। দেহের বাইরে এই ভাইরাস বাঁচতে পারে না। তবে শূন্যের নিচের তাপমাত্রায় এর সংক্রামক ক্ষমতা অনেকক্ষণ থাকতে পারে। শুধু হামের রুগিই অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে। রুগির নাকের নিঃসরণ, কাশি থেকে সংক্রমণ ছড়ায়। র‍্যাশ বেরানোর ৪দিন আগে এবং পরে রুগি ছোঁয়াচে থাকে। ভারতে ৬ মাস বয়স থেকে ৩ বছর বয়স অবধি সাধারণত হাম হয়। উন্নত দেশে ৫ বছরের বেশি বয়সের বাচ্চার হাম বেশি হয়। অপুষ্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাম খুবই ভয়ঙ্কর এবং এক্ষেত্রে মৃত্যু হার বহু বেশি।

ভারতে হামের মহামারী শীতকাল এবং বসন্তের প্রথমে দেখা যায়। রুগির সংস্পর্শে আসার পর থেকে জ্বর হওয়া অবধি সময় লাগে ১০ দিন এবং র‍্যাশ বার হতে সময় লাগে আরও চারদিন।

হামের বিভিন্ন পর্যায় : ১। রোগের প্রথম অবস্থা বা প্রড্রোমাল স্টেজ লক্ষণগুলি হলো জ্বর, হাঁচি, নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে জলপড়া, চোখ লাল হওয়া, কাশি ইত্যাদি। কখনও বমি, পাতলা পায়খানা হতে পারে।

৪ দিন বাদে হামের র‍্যাশ বার হয়। র‍্যাশ বার হবার ১-২ দিন আগে নিচের চোয়ালে ১ ও ২ নম্বর মোলার দাঁতের বিপরীতে ছোট ছোটো দানার মতো নীলচে ফুটকি দেখা যায়। একে 'কপলিক স্পট' বলে এবং এসব হামের প্রমাণ।

২। র‍্যাশ : লালচে রংয়ের র‍্যাশ কানের পিছনে শুরু হয়, যা খুব তাড়াতাড়ি মুখ ও ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে, সেখান থেকে সারা গায়ে এবং ২-৩ দিনের মধ্যে পায়ে নেমে আসে। র‍্যাশ টানা দেখা যায়, ছাড়া ছাড়া হয় না। জটিলতা ছাড়া জ্বর এবং র‍্যাশ ৩-৪ দিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় যা রোগের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

৩। হাম পরবর্তী অবস্থা : বাচ্চার ওজন কমবে এবং বেশ কয়েকদিন বাচ্চা দুর্বল থাকবে। এই সময় যে কোনো সংক্রমণ সহজেই আক্রান্ত করে। বাচ্চার বৃদ্ধি কমে যেতে পারে, পাতলা পায়খানা, যক্ষ্মার পুনঃপ্রকাশ হতে পারে।

হামের জটিলতা : হামকে অনেক সময়ই খুব সাধারণ অসুখ বলে মনে করা হয় কিন্তু তা ঠিক নয়।

শহর বর্ধমানের পরিবেশ কেমন আছে?

অশ্বিনীকুমার

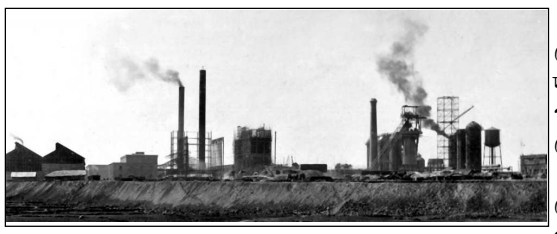

শহর বর্ধমান বেড়ে চলেছে। বহুতল ফ্ল্যাট এখন বর্ধমানের শোভা। এছাড়া আছে শপিংমল, ঝাঁ চকচকে দোকান, নার্সিংহোম, ছোটদের স্কুল ইত্যাদি। কিন্তু রাস্তা যেমন, তেমনই রয়ে গেছে। বেড়ে ওঠা বিপুল জনসংখ্যার একটা অংশ রাস্তায় চলাচল করবে সারাদিন। স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, কোর্ট, ব্যাঙ্ক এইসব প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম হবে এটাই স্বাভাবিক। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও কোর্টে বাইরে থেকে আসে হাজার হাজার মানুষ। তাদের জন্য আছে স্থায়ী, অস্থায়ী হোটেল। শহরের চারপাশে আছে বহু রাইসমিল। আলমগঞ্জে গেলে চোখে পড়ে রাইসমিলের রাজত্ব।

কিন্তু চলাচলের ব্যপারটা প্রায় শুধুমাত্র বি সি রোড কেন্দ্রিক। আশ্চর্যভাবে শহরটা যেন গড়ে উঠেছে বি সি রোডকে কেন্দ্র করে। এখন শহরের দু প্রান্তে বাসটার্মিনাস। শহরের প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে ন্যাশানাল হাইওয়ে। দিনরাত সে রাস্তা ব্যাস্ত। জি টি রোড চলে গেছে শহরের ভিতর দিয়ে।

শহরের মধ্যে একসময়ে ছিল প্রচুর জলাশয়। যেসব জলাশয়ের একাংশ কীভাবে যেন ভরাট হয়েছে। সেসব জলাশয় জমিতে রূপান্তরিত। তারপর জমি হিসাবে বিক্রি। বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদিতে ছেয়ে গেছে শহরের মুক্ত জায়গাগুলো। লক্ষ মানুষ নানা কাজে, নানা যানে, বিশেষত মোটর সাইকেল, স্কুটারে ছুটে বেড়ায় শহরের এ মাথা থেকে ওমাথা। গাড়ি, লরি, ট্রাক্টরের দাপটে তটস্থ পথচারী। টোটো যেহেতু ব্যাটারি চালিত, তাই পরিবেশ-বান্ধব। কিন্তু টোটোর চালক অধিকাংশই আশ্চর্য এক উদাসীনতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ। দুর্ঘটনা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। অল্প বয়সী মোটোর সাইকেল আরোহীরা রাস্তার সম্রাট। কাউকে তোয়াক্কা করে না এইসব তরুণ অরোহীরা। ধূলো, ধোঁয়া, শব্দ, চিৎকার, যান-জট রাস্তাকে করে তোলে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্র। খানা-খন্দ ভরা রাস্তা ভয়াবহ। অসতর্ক পথচারী যে-কোনো রকম দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শহরের যে-কোনো প্রান্তে।

আমাদের চোখের সামনে পাল্টে যাচ্ছে আমাদের চারপাশটা। ধূলো, ধোঁয়া, পেট্রোল-ডিজেলের গন্ধে বাতাস ভরে থাকে। বাতাসের সঙ্গে তা পৌঁছায় মানুষের ফুসফুসে। বছরের পর বছর এভাবে চলতে চলতে হাঁপানি, শুইয়ে দেয় বহু সমর্থ মানুষকে। ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে সে বেচারি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়। পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে ওঠা শহর যে তাকে তিলে তিলে মেরেছে তা ভাবতে সে অভ্যস্ত নয়।

ইঁট, সিমেন্ট লোহার ইমারত সারাদিন সূর্যের তাপে পুড়ে দিনের শেষে বাতাসকে ঠাণ্ডা হতে দেয় না, বিকীর্ণ তাপ শহরের তাপমাত্রাকে বেঁধে রাখে অনেক উঁচুতে। জলাশয় শহরকে পরিবেশ-বান্ধব রাখতে সাহায্য করে। নানা জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী আমাদের চারপাশের পরিবেশকে আমাদের বাসের উপযোগী করে রাখে। কিন্তু জলাশয় যদি উধাও হয়ে যায়, পরিবেশ বাঁচাবে কে?

রাইস মিলের ধোঁয়া, ধানের খোসার কুঁড়ো বাতাসে মিশে পৌঁছে যায় আমাদের বাড়ির চারিদিকে। শ্বাসকষ্ট, নানাধরনের অ্যালার্জিতে আমরা ভুগতে থাকি। এই শহরের বাইরে থেকে আসা বহু মানুষ, বিশেষত হোটেলে, মেসে থাকা বহু ছাত্র-ছাত্রী শ্বাস-কষ্টে ভোগে দিনের পর দিন। কে বোঝাবে রাইসমিলের মালিককে? আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সামর্থ্য নেই মিউনিসিপ্যালিটির।

এইরকম পরিবেশে শহরবাসীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকা কঠিন। পরিবেশের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়। পরিবেশের তাপমাত্রা, বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ, ঘন-সন্নিবিষ্ট বাসস্থান, রাস্তার সর্বত্র জঞ্জালের বোঝা নিয়ে সুস্থ জীবন আশা করা কঠিন। বহু মানুষ বারে বারে নানা ধরনের অসুখে ভোগেন শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসের

বর্ধমানের পুর বাজেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান পুরসভার ২০১৬-১৭ সালের ২৩৯ কোটি টাকার বাজেট পেশ হল। এ নিয়ে তৃতীয় বার পুরবাজেট পেশ করলেন পুরপতি স্বরূপ দত্ত। বাজেটে দেখা যাচ্ছে 'অমরুত' প্রকল্পের ৩০১ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও এবছর পানীয় জলের জন্য নামমাত্র বরাদ্দ আছে। অথচ বিশেষজ্ঞ মহলের মতে এবার খরাতে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেবে। যেভাবে গ্রামীণ এলাকায় মাটির তলার জল তুলে বোরো চাষ বেড়েছে তার প্রভাব পড়বে বর্ধমান শহরেও। এবার ডি ভি সি জল না দেওয়ায় বোরো চাষে সরকারও সাবমার্শিবলকে উৎসাহ দিতে বিদ্যুৎ-এর সুবিধা দিয়েছে। ফলে ব্যাপক হারে জল তোলা চলছে মাটির তলা থেকে।

বর্ধমান শহরে মোট জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। ২ লক্ষ মানুষ বাইরে থেকে প্রতিদিন আসেন শহরে। চাহিদা মেটাতে শহরে ৫৭টি গভীর নলকূপ আছে। এতেও সংকট থেকে যায় প্রতি বছরই। জলের সংযোগ বাড়ছে অথচ নতুন কোনো নলকূপ এবার বসছে না।

অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন এ্যাণ্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ 'অমরুত' প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের। এটি দামোদর থেকে রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে পরিশ্রুত করে ইদিলপুর থেকে সাড়ে ৩ কিমি দুরে লাকুড্ডি জলকলে সরবরাহ করা হবে। এখান থেকেই সারা শহরে জল সরবরাহ হবে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে পানীয় জলের সংকট দূরীভূত হবে। প্রকল্পটি বামফ্রন্ট পুরসভা হাতে নেয়। কাজও শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত কাজে গতি না থাকায় সমস্যা সেই তিমিরেই।

শহরের সমস্ত কাঁচা রাস্তা পাকা এবং ১৭,৫৫৫ টি কাঁচা বাড়ি পাকা করার কথা বলা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে নাগরিক পরিসেবা ব্যাহত হচ্ছে শহরের ৫টি বড় সংস্থা পুর কর বাকি রাখায়।

বিধবা ভাতা হাতিয়ে নিল তৃণমূলকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : ৭০ বছরের সরস্বতী পণ্ডিতের শেষ সম্বল বিধবা ভাতাও হস্তগত করলো শাসকদলের ছোট্ট ছেলেরা।

২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বিধবা ভাতা চালু করে। মাসে পাঁচশো টাকা হিসাবে পোস্ট অফিস থেকে পাচ্ছিলেন। ২০১৪ সালে বিডিও-র পরামর্শে পাটুলি স্টেশনবাজারে এস.বি.আই শাখাতে তাঁর ভাতার টাকা জমা পড়ে। টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন অ্যাকাউন্টে ভাউচার জমা দিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। প্রধানকে জানিয়ে কোনো ফল হয়নি। বিডিও তদন্ত করছে।

'আচ্ছে দিন' আসা শুরু হলো ?

—দ্বিতীয় পাতার পর

তুলনায় রাজ্যে গত বছর প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে—এই বলে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমাদের রাজ্যে না ঘটলেও দেশের অন্যত্র গত দু'বছর ছিল খরা কবলিত এলাকা। এরফলে কৃষির এই তুলনামূলক আলোচনাটি ত্রুটিপূর্ণ। বাজেটে কর্মচারীদের জন্য কোনো বাড়তি মহার্ঘভাতা বা অন্তর্বর্তী অনুদানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রাজ্যে ঋণের বোঝা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তার উপর মূলধনীখাতে প্রকৃত ব্যয় ক্রমশ কমছে। এই ঋণের ফাঁদ থেকে রাজ্যটির বেড়িয়ে আসা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। অনেকে বলে থাকতে পারেন এই রাজ্যের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে দেশের মধ্যে এখানে মুদ্রাস্ফীতি সব থেকে কম। আসলে আমাদের রাজ্যে প্রকৃত কোন উন্নয়ন ঘটছে না—না শিল্প, না কৃষি। যেটুকু ঘটছে তা হল অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রে। এই উন্নয়নও খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে রাজ্যে মানুষের চাহিদা কমেছে। রাজ্যে চাষিরা ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছে না। চাহিদা না থাকায় অধিকাংশ শিল্পজাত পণ্যের দাম স্থবির। শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসবই রাজ্যে অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও বিপর্যয় (ডিপ্রেসন)-এর প্রতিচ্ছবি। এর থেকে মুক্তি পাবার কোনো দিশা রাজ্য বাজেটে পেলাম না।

প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ থেকে রানিগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ডের বৈদ্যুতিকিকরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত বংশগোপাল চৌধুরী, প্রাক্তন পুরপতি রুণু দত্ত ও অনুপ মিত্র।

হাম—একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা

—তিনের পাতার পর

হামের অনেক জটিলতা আছে যেমন ডায়েরিয়া, নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ, মধ্যকর্ণের অসুখ (otitis media)। ফুসফুসের সমস্যা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে হামজনিত মৃত্যুর কারণ।

স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা—জ্বরের ফলে খিঁচুনি, এনকেফ্যালাইটিস এবং হামের বহু বছর পরে সাব-এ্যাকুট স্কেলোরাইজিং প্যান এনকেফ্যালাইটিস হতে পারে। সমস্ত গুরুতর হামের রুগিকে উচ্চমানের Vitamin A দিতে হয়। না হলে চোখের গুরুতর ক্ষতি হয়।

হাম প্রতিরোধ : হামের খুবই কার্যকরী টীকা আছে। ব্যবহারের পূর্বে টীকাকে দ্রাবকে গুলে নেওয়া হয়। শিশুর ৯ মাস বয়সে টীকা দেওয়া হয়। যদি পারিপার্শ্বিক সংক্রমণ খুব বেশি হয় তবে ৬ মাস বয়সেও এই টীকা দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ৯ মাস বয়স হলে আরেক ডোজ টীকা দিতে হয়।

এখন আমাদের দেশে বুষ্টার ডোজ হামের টীকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হচ্ছে। টীকা দিলে ৫-১০ দিনের মধ্যে জ্বর এবং মৃদু র‍্যাশ বার হতে পারে। তা অনেক কম হয় এবং ২-৩ দিনের মধ্যে কমে যায়।

হামের টীকা অনেক সময় খুব সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যদি ভ্যাকসিন গুলে নেবার পরে ৪ ঘন্টার বেশি রেখে ব্যবহার করা হয় তবে 'টক্সিক শক সিনড্রোম' বলে এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনহানি ঘটায়।

বেশি জ্বর, গর্ভবতী অবস্থা, অগ্রসর ক্যান্সার, এইচ আই ভি ইনফেকসনের ক্ষেত্রে এই টীকা দেওয়া উচিৎ নয়। হাম নির্মূল করতে হলে, হাম-মুক্ত সমাজ গড়তে হলে ১ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের অন্তত ৯৬ শতাংশকে টীকা দিতে হবে। টীকাদানের ব্যবস্থা বাড়িয়ে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেই এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

সূত্র : Parks test book of preventive and social medicine 23rd Edition, 2015

শহর বর্ধমানের পরিবেশ কেমন আছে?

—তিনের পাতার পর

জন্য। বাঁকাকে স্রেফ ড্রেন হিসাবে ব্যবহার করতে শহরবাসী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শহরে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখ করার মতো।

শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে মূলত অনিয়ন্ত্রিত মোটর সাইকেল চলাচলে। এ বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান হাতে না থাকলেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এদের নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে পথচারীর নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হবে। যে-কোনো পূজো, পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাইকের চিৎকার শরীরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, তা উদ্যোক্তাদের বোঝানো যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ বর্তমানে অসম্ভব। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। ফলে যে-কোনো রাস্তা আংশিক বন্ধ করে পূজো, মাইকের উৎকট শব্দ, সবই সহ্য করতে হয় শহরবাসীকে। প্রতিনিয়ত এইসব প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করে অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বহু মানুষ অহেতুক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন আচারে-ব্যবহারে। নিদ্রাহীনতার শিকার বহু মানুষ।

শরীর মন ভালো থাকার ন্যূনতম শর্তগুলি যদি মেনে চলা না হয়, দীর্ঘদিন প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ যদি বাস করতে বাধ্য হয়, তার শরীর-মন কোনো না কোনো সময়ে বেঁকে বসবে।

এই জাতীয় প্রতিকূল পরিবেশ থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা শুধুমাত্র ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের দৌলতে সমাধান করা সম্ভব নয়। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে চিকিৎসকের যৌথ প্রয়াস এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। পরিসংখ্যানবিদ, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, জন-প্রতিনিধি, সমাজ-বিজ্ঞানী, সকলের যৌথ প্রয়াস এই শহরকে রক্ষা করতে পারে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে ওঠা শহর প্রায় বসবাসের অনুপযোগী হতে চলেছে। মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবেই শুধুমাত্র চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভুল। পৃথিবীর সর্বত্র জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে সমাজের সবধরনের মানুষের যৌথ প্রয়াসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের বিষয়টি শুধুমাত্র চিকিৎসকদের ওপর ছেড়ে দেয়নি। প্রতিবছর নানা ধরনের শ্লোগানকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে সারা বছর। আমরা এই জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের কাজের দিশা ঠিক করতে পারি। কোনো রাজনৈতিক বিভাজন রেখা স্বাস্থবিষয়ক কাজে প্রযোজ্য নয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভাজন একটি বাস্তব সমস্যা। এ জাতীয় বিভাজন বহু প্রয়োজনীয় কাজকে ব্যাহত করে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিভাজন মাথায় রেখে কাজ করতে গেলে তা শুরুতেই ব্যর্থতার মুখ দেখবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, আমাদের দেশের সর্বত্র ধর্মীয় বিভাজন, জাতপাতের বিভাজন, রাজনৈতিক বিভাজন জন-মানসে কম-বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। জনপ্রতিনিধিরা অনেকেই এসবের ঊর্দ্ধে উঠে কাজ করতে অক্ষম। ফলে বহু কাজ যা আক্ষরিক অর্থে বহু মানুষের সংযুক্তির ওপর নির্ভর নির্ভরশীল, তা করা হয়ে ওঠেনা। একান্তে এই সত্য স্বীকার করলেও জন-সমক্ষে এই সমস্যা তুলে ধরার সাহস বহু জনপ্রতিনিধির নেই।

বর্ধমান শহরকে বাঁচাতে হলে বিভেদের তত্ত্ব ভুলতে হবে। দূষিত পরিবেশ সম্পর্কে বহু সচেতন শহরবাসী ওয়াকিবহাল। কিন্তু কোথা থেকে কাজ শুরু করলে শহরবাসীর শরীর-স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব তা তাদের অজানা। নানা বিভেদরেখার ঊর্দ্ধে না উঠলে তা জানাও সম্ভব নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উল্লেখ না করলে বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শহর বর্ধমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও কলুষের স্পর্শ। এর বিপরীতে সুস্থচিন্তার, সংযুক্তির অপ্রত্যক্ষ স্রোতও বর্তমান। চোখে না পরলেও এই স্রোত গতিলাভ করছে। অপরিচ্ছন্নতা থেকে, দূষণ থেকে, যান-জট থেকে, আবর্জনা থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ রাস্তা খুঁজছে। এই খোঁজা চলবেই, যতদিন না শহরবাসী তার সুস্থ-জীবনের সহায়ক পরিবেশ খুঁজে পায় ততদিন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ, কুষাণ রাজ কনিষ্ক; ২। ১৮৮২ সালের ৩ মার্চ, বর্ধমান জেলার কো-গ্রামে, ১৪-১২-১৯৭০; ৩। ১৯২২ সালের ৩ মার্চ, ৫-৩-১৯৫৩; ৪। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ; ৫। ইউরোপ মহাদেশে, ১৯৯২ সালের ৩ মার্চ, রাজধানী সারায়েভো; ৬। নিউদিল্লিতে, ১৯৫০ সালের ৪ মার্চ, ১১টি দেশ; ৭। ১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ; ৮। জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার, ১৯৩১ সালের ৭ মার্চ, মৃত্যু ১৮-১০-২০০৪; ৯। ৬ মার্চ, বিশ্ব গ্লুকোমা দিবস; ১০। বিমলচন্দ্র ঘোষ, জন্ম ২৬-৩-১৯১০, মৃত্যু ৭-৩-১৯৮২; ১১। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ, রাজধানী আক্রা; ১২। বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার গ্রাহামবেল, ১৮৭৬ সালের ৭ মার্চ।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা